হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথিতযশা নাট্যকার হলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁর সময়কাল ১৮৭৬-১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি মহান আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর বংশধর ছিলেন। তিনি কিশোরাবস্থাতেই অর্থাৎ মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই 'কংসবধ'নামক নাটক এবং ১৮ বৎসর বয়সে 'জানকীবিক্রম'নামক নাটক রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'শংকরসম্ভবম্', 'শিবাজীচরিতম্', বঙ্গীয়প্রতাপম্' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো - 'রুক্মিণীহরণম্' মহাকাব্য এবং 'বিয়োগবৈভবম্' ও 'বিদ্যাবিত্তবিবাদঃ' খণ্ডকাব্য। এছাড়াও তিনি 'স্মৃতিচিন্তামণি','কাব্যকৌমুদী' ও 'বৈদিকবিবাদমীমাংসা' জাতীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর রচিত 'বিরাজসরোজিনী', 'মিবারপ্রতাপম্', 'শিবাজীচরিতম্', এবং 'বঙ্গীয়প্রতাপম্'নাটক চতুষ্টয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের বহুল মাত্রায় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'বিরাজসরোজিনী' নাটকের আরম্ভ হয়েছে নটির নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং এর প্রথম অংকে নায়িকা ও তাঁর সখীগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত শৃঙ্গাররস প্রধান একটি সংগীত পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম অংকে ভীল সৈনিকগনকর্তৃক বীররস প্রধান সঙ্গীতের মাধ্যমে যেমন নাটকের পরবর্তী ঘটনার সূচিত হয়েছে, তেমনি এর দ্বারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি, নিষ্ঠা এবং রক্ষার ভাবও প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এই সঙ্গীতের মাধ্যমে সৈনিকদের জীবনশৈলী, সঙ্গীতের প্রতি তাদের রুচি এবং সংগীত কিভাবে মাতৃভূমির রক্ষায় আত্মবলিদানে প্রেরণা প্রদায়িনী, তা প্রকটিত হয়েছে।

'শিবাজীচরিতম্' নাটকের প্রথম অংকে নায়কের সঙ্গীদের কর্তৃক অনুষ্ঠিত বালসংঙ্গীতের মাধ্যমে দেশভক্তির ভাবনা মুখরিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে তোরণদূর্গের বিলাসী অধ্যক্ষ করীমবখ্শাকে বন্দী করার জন্য সাধু বেশধারী শিবাজী নিজ সৈনিকদের নৃত্যগীত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং বাঁশি বাজিয়েছিলেন। এখানে শত্রুকে বন্দী করার জন্য সঙ্গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

'বঙ্গীয়প্রতাপম্' নাটকেও নৃত্য-সঙ্গীতের সংযোজনের দ্বারা আন্তরিকভাবের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম অংকে শংকর নামক ব্যক্তির দ্বারা গীত সংগীতের মাধ্যমে যবনদের অরাজকতার চিত্র চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে শ্রীনিবাস নামক বৈষ্ণব সাধুর দ্বারা অনুষ্ঠিত সংগীতের মাধ্যমে জীবনের নশ্বরতা এবং আধ্যাত্মিক সাধনা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে বিষ্কম্ভকের প্রারম্ভে ধীবরগণের প্রাকৃত সংগীতের দ্বারা নাটকের চারুত্ব বর্ধিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বিজয়োল্লাস হেতু নিত্য সঙ্গীতের আয়োজন

পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ঐ অঙ্কেই নবীন কন্যাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের মাধ্যমে ভাবি ঘটনার ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

পারিবারিক-সামাজিক বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তিনি 'সরলা' নামক লঘু উপন্যাস রচনা করেন। বাগীশ মহোদয় বাংলাতেও কিছু প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। তিনি জীনকপুর নরেশ কোলে অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর নাটকে হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রীয় পুনরুত্থানের ভাব লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টিতে তাঁর নাটকগুলি যথার্থই সফল, আর তাই তাঁর নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অনুষ্ঠিতও হয়েছে। যুগোপযোগী সরল, ওজস্বী গদ্যবিন্যাস এবং সুচারু ভাষার কারণে তাঁর রচনা পাঠকদের কাছে সহজলভ্য।